ভূমিকা

সাহিত্যিক মতি নন্দী খেলা নিয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস লিখেছিলেন। খেলা নিয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম রহস্য উপন্যাস সম্ভবত আমার লেখা ‘চব্বিশ ঘণ্টায় কিস্তিমাত’ উপন্যাসটি যেটি খেলা পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। খেলা পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধে বেশ ভয়ের সঙ্গেই শুরু করি ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাস ‘বিষাক্ত ছোবল’, যেটি প্রায় দেড় বছর ধরে চলেছিল আর সমাদৃতও হয়েছিল। পরবর্তীকালে ওটি বই আকারে প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালে। এটিই সম্ভবত বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাস। এই লেখাটি লেখার পর বেশ আনন্দ হয়েছিল। এর সাফল্য উৎসাহিত করে তুলল। তাই, এরপর খেলা পত্রিকার সম্পাদকের আবার অনুরোধে খুশি মনেই শুরু করলাম এই ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাসটি যেটি প্রায় দু’বছর ধরে চলেছিল। উপন্যাসটি অর্ধেক লেখার পর নাম নিয়ে সমস্যায় পড়েছিলাম। আমার মাসির বন্ধু এবং আমার অফিসের অফিসেই কর্মরতা শিখা মাসি অর্থাৎ ড. শিখা রায়-ই এই নামটি সাজেস্ট করেছিলেন। চেয়েছিলাম এমন একটি নাম যাতে রহস্য উপন্যাস যেমন বোঝাবে তেমনই সেটি যে খেলা নিয়ে সেটাও পাঠকরা বুঝতে পারবেন। ‘হত্যার ময়দানে’ নামটি এতটাই দুটো দিককে বোঝাচ্ছে যে সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের নাম ওটিকেই রেখে দিলাম। ওঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোটো করতে চাই না। আমার লেখালেখির পিছনে ওঁর উৎসাহ আর অবদান যে কতটা সে শুধু আমিই জানি, যে ঋণ পরিশোদ্ধ নয়। এই বই পাঠক সমাজে সমাদৃত হলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

১০ ডিসেম্বর ২০২৪
সন্তোষপুর

আবীর গুপ্ত

অনির্বাণ গুহ ভাল ফুটবলার। ও স্ট্রাইকার। বছর কুড়ি বয়স। দ্বিতীয় ডিভিশনের একটি দলের নিয়মিত খেলোয়াড়। আশা আছে, একদিন ফার্স্ট ডিভিশনে মোহনবেঙ্গল বা ইস্টবাগান দলের হয়ে খেলবে। ওর কোচের ওর সম্বন্ধে খুবই উঁচু আশা, ও যে একদিন ফুটবল মাঠ দাপিয়ে বেড়াবে তা উনি সবাইকেই বলেন। অনির্বাণ প্রতিদিন মোহনবেঙ্গল মাঠের পাশের মাঠটায় ওর টিমের অন্যদের সঙ্গে প্র্যাকটিস করে। ওদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। বাবা একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করেন। ওরা দুই ভাই-বোন, বোন ছোট। কোনোরকমে কষ্টে-সৃষ্টে দিন চলে। প্র্যাকটিসে আসার সময় ব্যাগে টিফিন বক্সে করে রুটি আর তরকারি নিয়ে আসে। প্র্যাকটিস শেষ হলে ওর ভীষণ খিদে পায়। ওকে রুটি-তরকারি খেতে দেখলে সতীর্থ ফুটবলাররা টিটকিরি দেয় বলে, ও খাবারটা লুকিয়ে-লুকিয়ে খায়। খাবার খেয়ে তারপর বাড়ি ফেরে।

সেদিনটা ছিল শুক্রবার। অনির্বাণ প্র্যাকটিস শেষ করে যখন মাঠ ছাড়ল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। ভীষণ খিদে পেয়েছে ওর। খাবার খাওয়ার জন্য প্রতিদিন যেখানে যায় সেখানেই চলল। মোহনবেঙ্গল মাঠের স্টেডিয়ামের বাইরে একটা নির্জন জায়গা আছে। একটা বেঞ্চও পাতা আছে। এদিকটায় আলো-টালো বিশেষ নেই বলে কেউ খুব একটা আসে না। প্রতিদিন এই বেঞ্চটাতে বসেই ও ওর খাবার খায়। অনির্বাণ বেঞ্চে গিয়ে বসল। ব্যাগ খুলে টিফিন বক্সটা বার করল। পাঁচটা আটার রুটি আর একটু তরকারি। এই খাবারই ওর কাছে অনেক। ও গোগ্রাসে খেতে শুরু করল। সবে দুটো রুটি শেষ করে তিন নম্বর রুটিটা খেতে যাচ্ছে, নিঃশব্দে একজন মানুষ ওর পিছনে এসে দাঁড়াল। পকেট থেকে একটা সরু লম্বা তীক্ষ্ণ শলাকার মতো ছুরি বার করে অনির্বাণের পিঠে ঢুকিয়ে দিল। ওই তীক্ষ্ণ শলাকার মতো ছুরিটা পিঠ দিয়ে সোজা ঢুকে হার্টে গিয়ে বিঁধল। অনির্বাণের মৃত্যু হল সঙ্গে সঙ্গে। দেহটা বেঞ্চের মধ্যেই বসা অবস্থায় সামনে ঝুঁকে পড়ল। লোকটি তীক্ষ্ণ শলাকাটা দেহ থেকে টেনে বার করে অনির্বাণের

জামাতেই রক্ত মুছে, চারপাশে তাকিয়ে দেখল ওকে কেউ লক্ষ করছে কি না। এসময়ে এখানে কারও আসার চান্সই নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে লোকটি ছুরিটা পকেটে ঢুকিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে চলে গেল।

পরদিন সকালের নিউজপেপারে ছোট্ট করে খবরটা বেরোল, 'দ্বিতীয় ডিভিশনের ফুটবলার অনির্বাণ গুহের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। ডেডবডি মোহনবেঙ্গল মাঠের পাশের একটি অন্ধকার জায়গায় বেঞ্চিতে বসা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। সরু শলাকার মতো কোনও অস্ত্র পিঠে ঢুকিয়ে ওকে খুন করা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে। পুলিশের ধারণা ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটানো হয়েছে এইভাবে খুন করে।'

প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর রাজ সকালে খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে এই খবরটা পড়ল। বিশদভাবে কিছুই লেখা হয়নি। কোনোরকমে দায়সারা গোছের একটা খবর দেওয়া হয়েছে। ও সেসময়ে জুয়েলারি শপে একটা ডাকাতির তদন্ত করছিল। কেসটা প্রায় সল্‌ভ হওয়ার মুখে, তাই অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। সেকারণে অনির্বাণ গুহের মার্ডার কেস নিয়ে মাথা ঘামাল না।

পুলিশ অনির্বাণ গুহের মার্ডার মিস্ট্রি সল্‌ভ করতে না পেরে দিন তিনেকের মধ্যেই হাল ছেড়ে দিল। দিন সাতেক বাদে অনির্বাণ গুহের কেসটার কথা সবাই ভুলে গেল। নিউজ পেপারেও এ নিয়ে কোনও লেখালিখি হল না। এমনকী রাজও এই কেসটার কথা ভুলে গেল। অনির্বাণ গুহের পরিবারের এমন সামর্থ্য ছিল না যে গোয়েন্দা নিয়োগ করে খুনের তদন্ত করায়। তাই, পুরোটাই চাপা পড়ে গেল। পুলিশও উপরমহল বা নিউজ মিডিয়া থেকে কোনও খোঁচাখুঁচি বা চাপাচাপি না থাকায়; অনির্বাণ গুহের মার্ডার মিস্ট্রির ফাইল আর দশটা আনসল্‌ভড কেসের ফাইলের মতোই চেপে দিল। কিছুদিন বাদে কিন্তু পুলিশ আবার সেই ফাইল ধুলো ঝেড়ে বার করতে বাধ্য হল।

❦

বিনয় আচার্য কলকাতার একটি ফার্স্ট ডিভিশন টিমের ফুটবলার ও গোলকিপার। বেশ কয়েক বছর ধরে ফার্স্ট ডিভিশন টিমে খেলছে। ওঁর টিম সবুজ সংঘ ফার্স্ট ডিভিশনের নীচের সারির টিম। অবনমনের খাঁড়া টিমের উপর ঝুলছে। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, আর তিনটে খেলা যে বাকি আছে তার একটাতে জিত আর দুটোতে ড্র করতে না পারলে;

সেকেন্ড ডিভিশনে নেমে যাবে। বিনয় টিমের নিয়মিত ফুটবলার। ওদের খেলা রেলের সঙ্গে। রেলের টিম বেশ ভাল, তাই জেতার আশা সবুজ সংঘের কর্তারা করেন না। তাই, ওদের টিম খেলতে নামছে ড্র করার জন্য। টিম মিটিংয়ে ঠিক হয়েছে সবাই মিলে ডিফেন্সে নেমে গোল খাওয়া আটকানোর চেষ্টা করবে। বিনয় যেহেতু গোলকিপার, তাই ওর উপর গুরুদায়িত্ব। আজেবাজে গোল খেলে আর দেখতে হবে না, সবাই মিলে ছিঁড়ে খাবে।

বিনয় আচার্য চাকরি করে ব্যাংকে। খেলার সূত্রেই চাকরিটা পেয়েছে। বিকালে রেলের সঙ্গে খেলা, তাই দুপুরেই অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। ক্লাবে পৌঁছে দেখল, প্লেয়াররা সবাই এসে গিয়েছে, কর্মকর্তারাও হাজির, কিন্তু কেন জানি না সবার মুখ থমথমে। বিনয়কে দেখে একজন কর্মকর্তা বললেন, "বিনয়, সর্বনাশ হয়েছে, সৌমেনের ডিসেন্ট্রি হয়েছে, ও আজ খেলতে পারবে না।"

সৌমেন টিমের স্তম্ভ, স্টপার পজিশনের প্লেয়ার। বিনয় এবারে সবার মুখ থমথমে থাকার কারণ বুঝল। জিজ্ঞাসা করল, "ওষুধ-টষুধ খেয়েও নামতে পারবে না?"

সেই কর্মকর্তাটাই জবাব দিল, "না। এখন কী করণীয়?"

"তাহলে বিমল গুরুংকে খেলান। আমার মনে হয় আজকে রেলের বিরুদ্ধে ওকেই আমাদের বেশি দরকার হবে। ওর স্পিডটা বেশি, যেটা রেলের প্লেয়ারদের আটকাতে কাজে লাগবে।"

সবুজ সংঘের প্লেয়াররা মনমরা অবস্থায় মাঠে নামল। আজকে কি ওরা ড্র করে পয়েন্ট ঘরে তুলতে পারবে? খেলা শুরু হল। প্রথম থেকেই বল ঘোরাফেরা করতে শুরু করল সবুজ সংঘের পেনাল্টি বক্সের সামনে। বিনয় তো একবার নিশ্চিত গোল বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে পরে বাঁচিয়ে দিল। বিমল গুরুং আগে টিমের হয়ে মাঝেমধ্যে মাঠে নামলেও কখনও পুরো সময় খেলেনি। ও মন-প্রাণ দিয়ে খেলছিল। বেশ কতগুলো বল ক্লিয়ার করে নিশ্চিত ভরাডুবির হাত থেকে দলকে বাঁচাল। প্রথম হাফের খেলা শেষ হল। কোনও পক্ষই গোল দিতে পারেনি। রেল বেশ কয়েকটা সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি। সবুজ সংঘের প্লেয়াররা বুঝতে পারছিল যেভাবে খেলা চলছে তাতে ওরা গোল দেওয়া তো দূরের কথা, যে কোনও সময় গোল খেয়ে যেতে পারে।

হাফ টাইমের সময় কর্মকর্তারা প্লেয়ারদের সঙ্গে ঝট করে একটা মিটিং করে ফেললেন। মিটিংয়ে কর্মকর্তারা প্লেয়ারদের রীতিমতো ভয় দেখালেন, এই খেলায় হারলে পরের বছরে কোনও প্লেয়ারকে টিমে রাখা হবে না। হাফ টাইম শেষ হল। সবুজ সংঘের প্লেয়াররা আবার মাঠে নামল। এবারে রেলের প্লেয়াররা স্ট্র্যাটেজি বদল করল। আগে লম্বা লম্বা পাসে খেলছিল, এবারে ছোট ছোট পাসে খেলা শুরু করল। বল একের পর এক আছড়ে পড়তে লাগল সবুজ সংঘের গোলের সামনে। বিনয় প্রতি মুহূর্তে আতঙ্কে কাঁপছিল, যে কোনও সময় বল গোলে ঢুকে যেতে পারে। গোল খেলে ওকে ওঁরা রাখবেন না। এই বুড়ো বয়সে কোন টিম ওকে নেবে? বয়স তো কম হল না, প্রায় তিরিশ। ভাবতে-ভাবতেই ঝাঁপিয়ে পরে রেলের রাইট স্ট্রাইকারের পা থেকে বল তুলে নিশ্চিত গোল বাঁচাল। খেয়াল করল, কয়েকজন কর্মকর্তা হাততালি দিচ্ছেন।

অবশেষে খেলা শেষ হল। ড্র হয়েছে ম্যাচ। বিনয় ক্লান্ত শরীরটা টেনে নিয়ে গেল ড্রেসিং রুমে। কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল। তারপর প্যান্ট শার্ট পরে, কিট ব্যাগে সব ঢুকিয়ে, সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল। ওর ক্লাবে থাকতে ভাল লাগছে না। রাস্তা দিয়ে একা একাই হেঁটে যাচ্ছিল। সন্ধ্যা হয়েছে, রাস্তায় তেমন লোকজন নেই। পিছনে তাকিয়ে একটা লোককে দ্রুতগতিতে ওর পিছনে হেঁটে আসতে দেখল। ও পাত্তা না দিয়ে হেঁটে চলল। লোকটা ওর পিছনে এসে গিয়েছে, হঠাৎ পিঠে একটা তীব্র যন্ত্রণা আর তারপরই সব অন্ধকার হয়ে গেল ওর কাছে। বিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে। লোকটি সরু শলাকার মতো ছুরিটা বার করে বিনয়ের জামায় মুছে চলে গেল।

❦

রাজ সকালে উঠে মর্নিং ওয়াকে যায়। এটা ওর রোজকার রুটিন। মর্নিং ওয়াক থেকে ফিরে চা খেতে-খেতে নিউজ পেপারটা দেখছিল। সব খবরের মধ্যে যেটা ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেটা একটা খুনের খবর। প্রথম পাতার নীচে বড় করে দিয়েছে। ফার্স্ট ডিভিশন টিমের একজন ফুটবলার ফার্স্ট ডিভিশনে ওদের টিমের খেলার শেষে যখন বাড়ি ফিরছিলেন, তখন রাস্তায় ছুরির আঘাতে মারা যান। ছুরিটা অদ্ভুত, একটা সরু তীক্ষ্ণ শলাকার মতোন। পিছন থেকে পিঠে ছুরিটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছুরি সোজা ঢুকে গিয়ে

হার্টে আঘাত করায় সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয়েছে বিনয় আচার্য নামে ওই ফুটবলারের। এ প্রসঙ্গে নিউজপেপারে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, দিন কুড়ি আগে উনিশ-কুড়ি বছর বয়সের একজন তরুণ ফুটবলারের একইভাবে মৃত্যু হয়েছিল। সেই খুনের কোনও কিনারা পুলিশ করতে পারেনি। একইভাবে বিনয় আচার্যকেও খুন করা হল। তাহলে কি কোনও বিকৃত মস্তিষ্ক খুনির আবির্ভাব ঘটেছে, যে শুধু বেছে বেছে ফুটবলারদেরই খুন করছে? যদি তাই হয়, তাহলে এর পরে কার পালা? পুলিশ আর প্রশাসন এ বিষয়ে কী ভূমিকা নিচ্ছে? ইমিডিয়েটলি ফুটবলারদের প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করা হোক। সিরিয়াল কিলারকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রেফতার করা হোক। এ বিষয়ে পুলিশ কমিশনারকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানিয়েছেন তদন্ত চলছে। দুটো খুন একই খুনি করেছে কি না তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। তদন্তের ফলাফল খুব তাড়াতাড়ি জনসাধারণকে জানানো হবে। ব্যস, আর কিছু লেখা নেই। রাজ বিরক্ত হয়ে নিউজ পেপারটা টেবিলের উপর রেখে দিল।

রাজ খেয়াল করল ওর সেলফোনটা বাজছে। অচেনা নম্বর, রাজ ফোনটা ধরতেই উলটো দিক থেকে একটা ভারী পুরুষ কণ্ঠ শুনতে পেল, "আপনি কি গোয়েন্দা রাজ কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ, বলছি।"

"আমি সবুজ সংঘ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট কথা বলছি। নিউজপেপারে নিশ্চয়ই দেখেছেন আমাদের ক্লাবের এক ফুটবলার বিনয় আচার্য গতকাল খুন হয়েছেন। সে বিষয়ে আপনার সাহায্য চাই। আমরা কি ঘণ্টাখানেক বাদে আপনার বাড়িতে যেতে পারি?"

"আসুন। আমার বাড়ির ঠিকানা জানেন?"

"না।"

রাজ ঠিকানাটা বলে ফোনটা কেটে দিল। এ মুহূর্তে হাতে কোনও কেস নেই। দু'বছর আগে ফুটবলারদের একাংশের মাদক দ্রব্যের ব্যবসা ধরে দিয়ে আর খুনের কেস সল্‌ভ করে ক্রীড়াজগতে বেশ নামডাক হয়েছে। সেসময়ে নিউজপেপারগুলোও ওকে প্রশংসা করে অনেক কিছু লিখেছিল। এর ফল ফলতে শুরু করেছে। খেলার জগতের লোকেরা দরকারে ওর পরামর্শ নিতে আসছে। রাজ খুশি মনে চা-টা শেষ করে দোতলায় নিজের ঘরে চলে গেল। একটা সিগারেট ধরিয়ে ল্যাপটপটা খুলে বসল।

ল্যাপটপে তন্ময় হয়ে ইন্টারনেটে ব্রাউজ করছিল। সিরিয়াল কিলারদের নিয়ে তথ্যগুলো একত্রিত করছিল। কলিংবেল বাজার আওয়াজ টের পায়নি। কাজের মেয়েটি এসে জানাল, তিনজন ভদ্রলোক ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। রাজ নীচে গিয়ে ভদ্রলোক তিনজনকে নিয়ে এসে নিজের স্টাডি রুমে বসাল। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক হাত জড়ো করে নমস্কার করে বললেন, "আমি অনুপম মিত্র, সবুজ সংঘ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। ইনি শোভন রায়, ক্লাবের সেক্রেটারি এবং উনি সুখেন সামন্ত, ক্লাবের ট্রেজারার। আপনি বিনয় আচার্যের খুনের তদন্ত করুন। আমরা চাই ওর খুনি শাস্তি পাক।"

"কিন্তু, পুলিশ তো তদন্ত করছে?"

"তা করুক। আপনি আলাদা করে তদন্ত করুন।"

"সেটা হয় না। আমি আমার সব কেসেই পুলিশের সঙ্গে মিলেমিশে তদন্ত করেছি। ওটা আমার ব্যাপার, আমি বুঝে নেব। আমাকে তদন্ত করতে হলে আপনাদের ক্লাবে যেতে হবে। সবার সঙ্গে কথা বলতে হবে, বিনয় আচার্যের বাড়িতেও কথা বলতে যেতে হবে। এসবে নিশ্চয়ই আপনাদের আপত্তি নেই।"

"না। আমাদের দিক থেকে সব রকমের সহযোগিতা পাবেন।"

রাজ উঠে গিয়ে কাজের মেয়েটিকে চা দিতে বলে এসে বলল, "আপনারা আমাকে গতকালের ঘটনাটা খুলে বলুন। নিউজপেপারে প্র্যাকটিক্যালি কোনও দরকারি খবর দেয়নি।"

অনুপমবাবু সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমিই বলছি গতকাল ঠিক কী ঘটেছিল, কারণ আমি সারাক্ষণই মাঠে ছিলাম। গতকাল ফার্স্ট ডিভিশন লিগে আমাদের ক্লাবের সঙ্গে রেলের খেলা ছিল। এই ম্যাচটা আমাদের কাছে ক্রুশিয়াল ছিল। আমাদের ঘাড়ে অবনমনের খাঁড়া ঝুলছে। এই ম্যাচে আমাদের যেভাবেই হোক এক পয়েন্ট তুলতে হত। তাই, আমরা বেশ টেনশনেই ছিলাম। আমরা স্ট্র্যাটেজি নিয়েছিলাম ডিফেন্সিভ খেলব। ম্যাচের ঠিক আগে খবর পেলাম আমাদের স্টপার সৌমেন অসুস্থ, ওর ডিসেন্ট্রি হয়েছে। তাই খেলতে পারবে না। তখন বিনয়ই বিমল গুরুংকে খেলাতে বলল। ও আমাদের টিমে এ বছরই এসেছে। খুব বেশি ম্যাচ খেলেনি। একটু রিস্ক নিয়েই ওকে নামানো হল। ও কিন্তু অসাধারণ খেলল। ওর জন্য যে কতগুলো গোল খাওয়ার জন্য বেঁচেছি, বিনয়ও দারুণ খেলেছিল। অনেকগুলো গোল সেভ করেছে। খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হল। ড্র

হয়েছে বলে আমরা এক পয়েন্ট পেলাম। সবাই ড্রেসিংরুমে ফিরল। আমরা বেশ খুশি কারণ, রেলের সঙ্গে খেলায় এক পয়েন্ট পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। বিনয় দেখলাম ড্রেসিংরুমে ঢুকে প্যান্ট জার্সি না ছেড়েই একদিকে শুয়ে আছে। বোধহয় ঘুমিয়েও পড়েছিল। আমরা তখন নিজেদের মধ্যেই আনন্দ করতে ব্যস্ত ছিলাম। যখন খেয়াল হল তখন সন্ধ্যা হয়েছে। দেখলাম বিনয় উঠে ড্রেস করে কিট ব্যাগ গুছিয়ে চলে গিয়েছে। এরপর ঘণ্টাখানেক বাদে একটা বাচ্চা ছেলে এসে বলে গেল রাস্তায় আমাদের একজন প্লেয়ার নাকি খুন হয়েছে। ছেলেটি তার নাম বলতে পারল না। আমরা তখন ক্লাবে যারা ছিলাম সবাই ছেলেটির সঙ্গে গেলাম। গিয়ে দেখলাম হাইকোর্টের সামনে কোনা করে এক জায়গায় বিনয়ের ডেডবডি পড়ে আছে। চারপাশে লোকেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। বিনয় যে আমাদের ক্লাবের প্লেয়ার, বাচ্চা ছেলেটি তা জানে বলেই খবর দিতে পেরেছে। বিনয় সাধারণত মাঠ থেকে ওখানে হেঁটে গিয়ে বাসে উঠত। যাই হোক, ওখানকার লোকেদের মধ্যে কে একজন পুলিশে খবর দেওয়ার কথা বলল। আমাদের একজন বাবুঘাট থানায় চলে গেল। পুলিশ এল আরও ঘণ্টাখানেক বাদে। এসে জানাল খুব সরু শলাকা জাতীয় কোনও কিছু দিয়ে বিনয়কে খুন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, খুন করে ওর পোশাকেই নাকি ছুরিটা ঘষে রক্ত মোছা হয়েছে। তারপর পুলিশ ডেডবডি পোস্টমর্টেমে নিয়ে গেল। আমরা অনেক রাতে ছাড়া পেলাম। আমরা তখনই ডিসিশন নিয়েছিলাম আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। তাই আজ সকালে যোগাযোগ করেছি। এই হল পুরো ঘটনা।"

"বিনয় বাবুর কোনও শত্রু ছিল?"

"ও যেরকম খোলামেলা পরোপকারী স্বভাবের, তাতে ওর শত্রু থাকার কথা নয়। যদি থেকেও থাকে তা আমরা জানি না।"

"উনি কি ব্যাচেলার?"

"না, স্ত্রী আর এক পুত্র আছে। খেলার সূত্রে ব্যাংকে চাকরি পেয়েছিল। এখন স্ত্রী পুত্রের কী হবে কে জানে! শুনেছি নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করেছিল বলে বাবা-মার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল নয়।"

"আমি আপনাদের ক্লাবের প্লেয়ার ছাড়াও বাকি কর্মকর্তা—সবার সঙ্গেই কথা বলতে চাই। বিনয়বাবুর বাড়িতে গিয়ে ওঁর ঘরটা সার্চ করে দেখতে চাই, যদি কোনও সূত্র পাওয়া যায়। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলতে চাই।

এসব ব্যবস্থা আপনাদের করতে হবে।"

"আপনি কবে কথা বলতে চান?"

"আজই। আপনারা এখান থেকে ফিরেই সব ব্যবস্থা করুন।"

"ঠিক আছে সেসব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আপনি আমাদের ক্লাবে বিকালের দিকে আসুন, তখন সবাইকে পাবেন। আজ দুপুরে যাতে বিনয়ের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারেন তার ব্যবস্থা করছি।"

অনুপম বাবুরা চলে যাওয়ার আগে রাজের হাতে একটা খাম দিয়ে গেলেন। রাজ খুলে দেখল ওতে কুড়ি হাজার টাকা রয়েছে।

রাজ টাকাটা হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। ও তো জানে একটা টিম চালাতে কী পরিমাণ টাকার দরকার হয়। এই ছোট ছোট টিমগুলোর আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল নয়। প্লেয়ারদের টাকাই ঠিকমতো দিতে পারে না। সেক্ষেত্রে, ওকে কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে গেল! কতটা কষ্ট করে এই টাকা দিতে হয়েছে, তা বুঝতে পেরে ওর লজ্জা লাগছিল। এত টাকা আছে বুঝলে হয়তো নিত না। টাকাটা রেখে প্যান্ট শার্ট পরে নিল। ওঁরা অনেক আশা করে ওর কাছে দৌড়ে এসেছিলেন। বিনয় আচার্যের খুনের কিনারা করতেই হবে।

বাস ধরে বাবুঘাট চলল। বাবুঘাট থানায় গিয়ে ওখানকার ও.সির সঙ্গে কথা বলা দরকার। রাজ বুঝতে পারছিল পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া এ কেস সল্‌ভ করা যাবে না। তদন্তের অনেক ক্ষেত্রেই ওকে পুলিশের সাহায্য নিতে হবে। তা ছাড়া বিনয় আচার্যের ডেডবডি ও নিজে দেখেনি। তাই ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন। এ ছাড়া দিন কুড়ি-বাইশ আগে ঘটে যাওয়া মার্ডারটা নিয়েও ওদের সঙ্গে কথা বলা দরকার। কী নাম ছিল যেন ছেলেটার? অনির্বাণ গুহ। একইরকমভাবে ওকেও হত্যা করা হয়েছিল। দুটো ডেডবডিরই ছবি নিশ্চয়ই পুলিশের ফোটোগ্রাফার তুলেছিল। ওই দুটো ডেডবডির ছবিগুলো দেখা দরকার, যদি তার থেকে কোনও দরকারি সূত্র পাওয়া যায়।

বাবুঘাট থানায় পৌঁছে রাজ অবাক হয়ে গেল। থানার ও.সি শশাঙ্ক চৌধুরী, রাজের পরিচিত শুধু নয়, রাজকে বেশ স্নেহই করেন। ওঁ আগে ঢাকুরিয়া থানায় ছিলেন, বদলি হয়ে যে এখানে এসেছেন তা রাজের জানা ছিল না। রাজকে দেখেই ওঁ হইহই করে উঠলেন, বললেন, "আপনি! আজকে সূর্য কোন দিকে উঠেছে কে জানে!" রাজ ওঁর কথা শুনে হেসে

বলল, "আসলে একটা দরকারে এসেছি।"

"দরকার ছাড়া যে আসেননি, সেটা আমি জানি। দাঁড়ান আগে চা আনাই। তারপর সব শুনব। বুঝতে পারছি বিনয় আচার্যের কেস নিয়েই আপনার আসা। চা খেতে-খেতেই সব খুলে বলছি।"

চা খেতে-খেতে কথা হচ্ছিল। ওঁ একটা ফাইল রাজের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "ফাইলটা দেখুন, তারপর যা জানি সব বলছি।"

রাজ ফাইলটা খুলে দেখল তাতেই প্রথমের দিকে ডেডবডির নানান অ্যাঙ্গেলে তোলা ছবি লাগানো আছে। রাজ একটু অবাক হয়েই বলল, "গতকাল রাতে আপনারা খবর পেলেন, এর মধ্যে ছবি তুলে প্রিন্ট করে লাগিয়ে ফাইল তৈরি হয়ে গেল! কী করে সম্ভব হল?"

উনি হাসতে-হাসতে বললেন, "এটা মর্ডানাইজেশনের যুগ। আমাদের হাতে কম্পিউটার, ডিজিটাল ক্যামেরা, ফোটোপ্রিন্টার সব এসে গিয়েছে। ছবি তুলে কম্পিউটারে লোড করে, ফোটোপ্রিন্টারে প্রিন্ট আউট নিয়ে, ফাইল বানাতে কতটুকু সময় লাগে! ছবিগুলো দেখুন, তারপর আপনার মতামত শুনব।"

রাজ ছবিগুলো খুঁটিয়ে দেখছিল। রাতে ফ্ল্যাশলাইটে তোলা বলে শ্যাডো পড়ে ডিটেলসটা খুব ভাল বোঝা যাচ্ছে না। তাও যতটুকু বোঝা যাচ্ছে তা যথেষ্ট। খুনি পিছন থেকে পিঠে ছুরি মেরে খুন করার পর বিনয় আচার্যের জামার বাঁ দিকে ছুড়িটাকে মুছেছে। ফলে ওই জায়গাটা রক্ত লেগে আছে শুধু নয়, কুঁচকেও গিয়েছে। রাজ চিন্তিত মুখে ফাইলে লাগানো সব ছবিগুলো দেখল, তারপর পৃষ্ঠা উলটে ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের কমেন্টস পড়তে শুরু করল। পুলিশের ডাক্তার দেখার পর তার সঙ্গে কথা বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা হয়েছে, কোনও সরু লম্বা তীক্ষ্ণ শলাকা জাতীয় অস্ত্র দিয়ে খুনটা করা হয়েছে। অস্ত্রটার আঘাত সম্ভবত হার্ট অবধি পৌঁছেছিল, যার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই বিনয়ের মৃত্যু হয়েছে। ডাক্তারের প্রাথমিকভাবে ধারণা হয়েছে পিছন দিক থেকে ধরলে ছুড়িটা একটু কোনাচে করে অর্থাৎ বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঢুকে হার্টে আঘাত করেছে। মৃতদেহ উপুড় হয়ে পড়েছিল বলে মাথায় সামনের দিকে চোট লেগিয়েছে। ব্যস, আর কিছু লেখা নেই। রাজ ফাইলটা বন্ধ করে ফেরত দিতেই উনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কী বুঝলেন?"

রাজ একটু ইতস্তত করে বলল, "ডাক্তারের কথা সত্যি হলে বলতে হয় খুনি সম্ভবত ন্যাটা বা বাঁহাতি।"

শশাঙ্কবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন, "আপনি কীভাবে বলছেন খুনি বাঁহাতি!"

"বাঁহাতি কেউ যখন ছুরি মেরে খুন করে, তখন ছুরি খুনির দিক থেকে বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঢোকে। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তাছাড়া, দেখুন পিছন থেকে খুন করার পর ছুরিটা খুনি বিনয় আচার্যের জামার বাঁদিকে মুছেছে। এর থেকে কি ধারণা হয় না খুনি ন্যাটা বা বাঁহাতি?"

"ঠিক, একদম ঠিক। এটা তো আগে খেয়াল করিনি। আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করব না। আপনার সম্বন্ধে এ কারণেই আমাদের পুলিশ মহলে ধারণা খুব ভাল। কীভাবে এগোবেন বলে ঠিক করেছেন?"

"জানি না। আপাতত ঠিক করেছি সবুজ সংঘ ক্লাবের সবার সঙ্গে কথা বলব। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। ও হ্যাঁ, দিন কুড়ি-বাইশ আগে অনির্বাণ গুহ বলে একটি ছেলে খুন হয়েছিল, ওটা তো আপনাদের এরিয়াতেই পড়ছে?"

"হ্যাঁ।"

"ওর ফাইলটা দেখতে পারি? আসলে যতদূর শুনেছি দুটো খুনই নাকি একরকমভাবে হয়েছে। ওটার ক্ষেত্রে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট নিশ্চয়ই এসে গিয়েছে?"

"সবই এসেছে, কিন্তু আমরা হালে পানি পাইনি। আপনাকে ফাইলটা দিচ্ছি, আপনি দেখুন। যদি কিছু উদ্ধার করতে পারেন তাহলে ভাল হয়। এদিকে মিডিয়া তো প্রায় তুলোধোনা করে ছাড়ছে।"

শশাঙ্কবাবু উঠে গিয়ে ফাইল ক্যাবিনেট থেকে দেখে-টেখে একটা ফাইল বার করে এনে রাজকে দিলেন। রাজ ফাইলটা খুলে উলটে দেখল প্রথমে ডেডবডির বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে তোলা ছবি লাগানো আছে। অনির্বাণ বেঞ্চে বসা অবস্থায় খুন হয়েছে। ডেডবডিটা একটু ঝুঁকে বসা অবস্থাতেই রয়েছে। রাতে ফ্ল্যাশ লাইটে ছবিগুলো তোলা। অনির্বাণের বাঁদিকের জামায় রক্তের দাগ। সম্ভবত খুনি ওখানে ছুরিটা মুছেছিল। ছবি দেখে মনে হচ্ছে জামার কাপড় কুঁচকে আছে। মৃতদেহের বাঁহাতে একটা খোলা টিফিন বক্স ধরা। তাতে রুটি-তরকারি রয়েছে। বসা অবস্থায় দু'পায়ের উপর বাঁহাতে টিফিন বক্সটা ধরা ছিল বলে মাটিতে পড়ে যায়নি। ডানহাতের মুঠোয় রুটির টুকরো। সম্ভবত রুটি খাওয়ার সময়ই খুনটা হয়েছে। ছুরি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই অনির্বাণ মারা গিয়েছে। উলটে পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা পড়ল। ও যা সন্দেহ

করেছিল ঠিক তাই। ছুরিটা বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঢুকেছে। এবং ঢুকেই সোজা হার্টে গিয়ে বিঁধেছে যার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয়েছে। জামার উপর রক্ত মোছার সময় খুনির ফিঙ্গার প্রিন্ট যদি পাওয়া যায় ভেবে ফিঙ্গার প্রিন্ট বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। কোনও ফিঙ্গার প্রিন্ট পাওয়া যায়নি। রাজের কেন জানি না মনে হল খুনি গ্লাভস্ পরে ছিল, যে কারণে কোথাও কোনও আঙুলের ছাপ পড়েনি। রাজ ফাইলটা বন্ধ করে এগিয়ে দিতেই উনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কী বুঝলেন?"

রাজ একটু ইতস্তত করে জবাব দিল, "প্রথম যেটা বুঝেছি অনির্বাণের হত্যাকারীও ন্যাটা। একই পদ্ধতিতে এখানেও জামায় ছুরি মুছেছে। অর্থাৎ অনির্বাণ এবং বিনয় দু'জনকেই একই লোক খুন করেছে। দ্বিতীয় যেটা বুঝেছি, দু'ক্ষেত্রেই প্রথমবারেই পিঠে ছুরি ঢুকিয়ে খুনি হার্টে ছুরি বেঁধাতে পেরেছে; যার জন্য সঙ্গে সঙ্গে দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে। আনাড়ি লোকের পক্ষে একবারে দু'ক্ষেত্রেই এরকমভাবে ছুরি বেঁধানো বেশ কঠিন কাজ। অর্থাৎ, খুনির মানুষের অ্যানাটমি নিয়ে ভাল মতোন জ্ঞান আছে। পিঠের কোথায় কীভাবে ছুরি মারলে তা সোজা গিয়ে হার্টে বিঁধবে তা জানে। ব্যস, এছাড়া আর কিছু বুঝিনি।"

"স্প্লেনডিড। আপনি যা বললেন—আমরা এতদিনেও যতটুকু এগোতে পারিনি, আপনি এক লহমায় তা করে দেখালেন। আপনি আপনার মতো করে তদন্ত করুন, আমরা সবসময় আপনার সঙ্গে আছি। যখন যা প্রয়োজন শুধু একটা ফোন করে দেবেন। পুরো ফোর্স আপনার কাছে চলে যাবে।"

❦

রাজ থানা থেকে বেরিয়ে সবুজ সংঘ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট অনুপম মিত্রকে ফোন করল। অনুপমবাবু জানালেন বিনয় আচার্যের স্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে, উনি কথা বলতে রাজি হয়েছেন। উনিও চান বিনয়ের খুনি ধরা পড়ুক। দুপুরে রাজকে যেতে বলেছেন। রাজ অনুপমবাবুর কাছ থেকে বিনয় আচার্যের বাড়ির ঠিকানা নিয়ে ফোনটা কেটে দিল।

বিনয়ের বাড়ি ঢাকুরিয়ার বাবুবাগান লেনে। রাজ যখন পৌঁছাল তখন দুপুর প্রায় একটা বাজে। সদ্য নিহত হওয়া একজনের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে হবে ভেবে খারাপ লাগছিল। বেল টিপতেই একটি অল্পবয়সি মেয়ে দরজা খুলল। রাজ বুঝল এটি সম্ভবত বাড়ির কাজের লোক। জিজ্ঞাসা করল,

"বউদিমণি আছেন? ওঁকে একটু ডেকে দেবে?"

মেয়েটি "ও বউদি, কে তোমায় ডাকছে" বলে ভিতরে চলে গেল। একটু বাদে একজন ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের ভদ্রমহিলা এলেন। রাজ দু'হাত জড়ো করে নমস্কার করে বলল, "আমার নাম রাজ। অনুপমবাবু আমার কথা বোধহয় আপনাকে জানিয়েছেন।"

"হ্যাঁ, আসুন।"

ভদ্রমহিলা রাজকে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে উলটোদিকে বসলেন। রাজ ওঁর মুখ দেখে বুঝল, সম্ভবত কান্নাকাটি করছিলেন কারণ মুখ চোখ বেশ ফোলাফোলা। চোখের কোণে একফোঁটা জলও নজরে পড়ল। রাজ ইতস্তত করে বলল, "অনুপমবাবুরা আমাকে বিনয়বাবুর খুনের তদন্তের জন্য বলেছেন। বুঝতেই পারছেন সবার সঙ্গে কথা না বললে খুনের তদন্ত করা সম্ভব নয়। তাই, বিরক্ত করতে আসা। যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে কতগুলো প্রশ্ন করব।"

"বলুন কী জানতে চান।"

"ওঁর কি কোনও শত্রু ছিল?"

"না। ও সবার খুব প্রিয় ছিল।"

"উনি কি কিছুদিন ধরে কোনোরকম মানসিক উত্তেজনায় ভুগছিলেন?"

"নিজের টিম নিয়ে ছাড়া আর কোনও কিছু নিয়ে ওঁর মধ্যে টেনশন ছিল বলে জানি না।"

"পুলিশ থেকে কি আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে?"

"হ্যাঁ। দু'জন এসেছিলেন। প্রশ্ন-টশ্ন করেছেন। যতটা জানি উত্তর দিয়েছি। বুঝতেই তো পারছেন, মানসিক অবস্থা..."

ভদ্রমহিলাকে কাঁদতে দেখে রাজ একটু অস্বস্তিতে পড়ল। একটু ইতস্তত করে বলল, "ওঁর কি নিজস্ব কোনও ঘর ছিল?"

"হ্যাঁ, তা ছিল। অনেকটা স্টাডি রুমের মতোন। ভীষণ গল্পের বই পড়তে ভালবাসত। প্রচুর বই কিনত। সময় সুযোগ পেলেই বই নিয়ে বসে যেত। ওই ঘরে আলমারি ভর্তি বই দেখলেই বুঝবেন।"

"ঘরটা দেখতে পারি?"

"চলুন দেখাচ্ছি।"

বিনয়বাবুর স্ত্রী রাজকে ভিতরে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে চলে গেলেন। রাজ দেখল ঘরটা ছোট্ট, খুব বেশি হলে আট ফুট বাই আট ফুট। দেয়ালের